দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রতিশ্রুতি মিলেছে অনেক

সৈয়দপুর কলেজ ৪২ বছরেও সরকারিকরণ করা হয়নি

।। আমিনুল হক ।।

নীলফামারী, ১লা জুন ।– নীলফামারী জেলার সর্ব প্রথম এবং বৃহত্তর জেলার ৩য়তম ও উত্তরাঞ্চলের প্রথম শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ কলেজ ৪২ বছরেও সরকারিকরণ হয়নি। সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতি মিলেছে মোট ৩ বার, কিন্তু কার্যকরী হয়নি একটিও। সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি মেলে ৩ বছর আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে।

১৯৫৩ সালে এটি কায়েদ–ই–আযম কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর এটির নামকরণ করা হয় "সৈয়দপুর কলেজ"।

বর্তমানে রাজশাহী বিভাগের সর্ব প্রাচীন এই কলেজটিকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী '৯২ সালের ২০শে মে দিনাজপুর সফরে এলে সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করেন। সে মোতাবেক প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে অতিরিক্ত সচিব এম হাফিজ খান তার স্মারক নং প্রমকা/সচিব/প্রতিশ্রুতি/২/৯২–৫৯৪ তাং ২৭/৭/৯২ ইং–এর পত্রে শিক্ষা সচিবকে প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান। কিন্তু দীর্ঘ ৩ বছরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি, এমনকি বাস্তবায়নের কোন লক্ষণও নেই।

অথচ একই সময়, একই তালিকার নিচের, এমনকি অনেক পরে সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত কলেজকে ইতিমধ্যে সরকারি করা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি পেয়েও সরকারি হয়েছে ৩টি কলেজ। এসব হচ্ছে নরসিংদী জেলার নরসিংদী মহিলা কলেজ, ফেনী জেলার পরশুরাম ডিগ্রি কলেজ ও মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর মহিলা কলেজ। এছাড়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করা হয়েছে একই তালিকার নিচের ক্রমিক নম্বরের খুলনা জেলার সুন্দরবন আদর্শ কলেজ ও মজিদ মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজকে। কিন্তু সরকারি ঘোষণার তালিকার এই দু'টি কলেজের ওপরের কলেজগুলোর ক্ষেত্রে তা (প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়িত হয়নি।

সৈয়দপুর একটি থানা শহর হলেও এখানে (শহরে) লোকসংখ্যা দু'লাখেরও বেশি। পাকিস্তান আমলে এটি একটি সিটি শহর। এসব বিভিন্ন কারণেই সে সময় ('৫৩ সাল) নীলফামারী মহকুমার সর্বপ্রথম এবং রংপুর জেলার তৃতীয় কলেজ হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পাকিস্তান আমলেই ১৯৭০ সালে জাতীয়করণের সরকারি সিদ্ধান্ত হয়। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ডিপিআই তার পত্র নং ৭৩৭–৪ সি–২০সি/৬৯ মোতাবেক এই সিদ্ধান্তের কথা কলেজটিকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে যায়। এরপর ১৯৮১ সালের ১১ই জানুয়ারি তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মরহুম শাহ্ আজিজুর রহমান কলেজটি পরিদর্শনে এসে এর গুণাবলী ও ঐতিহ্য লক্ষ্য করে ১৯৮১–৮২ অর্থবছর থেকে সরকারিকরণের লিখিত নির্দেশ দেন এবং সে মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন; কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা আর কার্যকরী হয়নি।